The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb’26 - Apl’26 Home Page: *www.tgjct.org* Email: *editor@tgjct.org* ISSN: 3107-7528 *(Online)*

মুঘল হারেমে নারীজীবন: ইতিহাসে এক অন্তরাল অধ্যায়

Shakina Khatun
Former Student, Department of History, Calcutta University, West Bengal, India

DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400034*

Abstract

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর, কিন্তু এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আকবরকে বলা হয়। মুঘল ইতিহাসের একটি অচর্চিত দিক হল ‘মুঘল হারেম’। ‘হারেম’ একটি আরবি শব্দ যার অর্থ নিষিদ্ধ এলাকা। এখানে সম্রাটের স্ত্রী, মাতা, রাজকন্যারা ও উপপত্নীরা প্রমুখ থাকতেন। এটি ছিল নারীমহল, যেখানে সম্রাট ও কিছু ব্যতিক্রমী পুরুষ ছাড়া, পুরুষের প্রবেশ অধিকার ছিল না। হারেম ছিল হাজার হাজার নারীর বাসস্থান, যার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতো ‘খোজা’-রা, অর্থাৎ কৃত্রিম ভাবে তৈরি নপুংসক, যারা কখনো সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হত। হারেমের আরম্ভর, ঐশ্বর্য, জৌলুসের কোনো অভাব ছিল না কিন্তু পুরুষ বর্জিত এই হারেম ছিল অনেকটা প্রদীপের নীচের অন্ধকার যেখানে মনের সুখের ভীষণ অভাব ছিল, ফলে উপস্থিত ছিল বিকৃত কাম, যার শিকার ছিল স্ত্রী, রাজকন্যা, উপপত্নী প্রায় সবাই। আসলে হারেমের নারীর ইতিহাস একটি অচর্চিত বিষয়। সাম্প্রতিক সময়ের প্রেক্ষিতে সেই উপেক্ষিত ইতিহাস আলোচিত হল।

Keywords: *মুঘল নারী, হারেম, খোজা, অবস্থা, হারেমের নারী চিত্রশিল্পী*

Introduction

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে বাবর ভারতে প্রতিষ্ঠা করেন মুঘল সাম্রাজ্য, তবে মাত্র চার বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৫৩০ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। সাম্রাজ্য গঠনের কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। আকবরই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তার ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সুসংগঠিত প্রশাসনের মাধ্যমে সাম্রাজ্য শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুঘল যুগ ছিল সমৃদ্ধ।

তবে এই সমৃদ্ধির পেছনে ছিল আর এক জগৎ তা হল রাজকীয় ‘হারেম’। ‘হারেম’ একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ নিষিদ্ধ এলাকা (হারেম - শ্রীপান্থ) বা প্রাসাদের অন্দর। রাজ প্রাসাদের লাগোয়া এই মহিলামহলে সম্রাট ও কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে পুরুষদের প্রবেশের অধিকার প্রায় ছিল না। ‘হারেমে’ জাঁকজমক, বিলাসিতার কোনো অভাব ছিল না, একথা ঠিক সেখানে ভোগবিলাসের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু অভাব ছিল মনের সুখের।

Objectives

মুঘল হারেমের পরিবেশ, নারীর উপস্থিতি ও চিত্রশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ অনুসন্ধান করা।

Methodology

এই গবেষণায় মূলত ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মুঘল যুগে হারেমে নারী মহিলাদের উপস্থিতি ও অবদান অনুধাবনের জন্য প্রাথমিক ও গৌণ উভয় ধরণের উৎস ব্যবহার করা হবে। প্রাথমিক উৎস হিসাবে সমসাময়িক দরকারি বৃত্তান্ত, ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং মুঘল চিত্রকলার নিদর্শনসমূহ পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি গৌণ উৎস হিসাবে আধুনিক

Published By: ***Atasi Publisher***

ইতিহাসবিদ ও শিল্প - ইতিহাসবিদদের গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ব্যবহার করা হবে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণধর্মী ও লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে মুঘল হারেমের ইতিহাসে নারীদের ভূমিকা ও অবস্থান মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে।

মুঘল হারেমে নারীজীবন: ইতিহাসে এক অন্তরাল অধ্যায়

মুঘল আমলের শুরুতে রাজকীয় হারেমের আয়তন ছিল ছোট, আকবরের সময় থেকে হারেমের আয়তন বাড়ে এবং বাড়াবাড়ি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় হারেমকে। হারেমের পাশে কোনো উঁচু অট্টালিকা তৈরি করতে দেওয়া হত না। হারেমের পাশ দিয়ে হাতির পিঠে করে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, এমনকি তাঁবু খাটানোও নিষিদ্ধ ছিল। হারেমে যেহেতু পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, তাই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতো মেয়েরা ও 'খোজা'-রা। 'খোজা' শব্দটি মূলত ফারসি ভাষা থেকে এসেছে। ফারসি শব্দ 'খ্বাজা' (Khwaja) অর্থ ছিল সম্মানিত ব্যক্তি বা অভিজাত ব্যক্তি। পরবর্তীকালে এর অর্থ বদলে যায়। বিশেষ করে অটোমান ও মুঘলদরবারে 'খোজা' বলতে বোঝাত হারেমের তত্ত্বাবধায়ক বা নপুংসক পুরুষ বোঝানো শুরু হয়। খোজারা অবশ্য পুরুষ, কিন্তু ছিন্নমুষ্ক (Castrated), ফলে তারা কখনো সন্তানের পিতা হতে পারত না, (মুঘল আমল, আকবর থেকে আওরঙ্গজেব ১৫৫৬ - ১৭০৭ - সমর কুমার মল্লিক, স্বস্তিক মল্লিক)।

হারেমের মহিলাদের কোনো স্তরভেদ বা শ্রেণিবিন্যাস ছিল না, সাধারণত বাদশার প্রধান বেগম বা স্ত্রী হারেমের সর্বোচ্চ পদে থাকতেন, তার অধীনে থাকতেন বাদশার অন্যান্য স্ত্রী, রক্ষিতা, রাজকন্যা, অন্যান্য আত্মীয় প্রমুখরা। তবে কখনো রাজমাতা, পিতামহী বা রাজকন্যারাও হারেমের প্রধান হয়েছিলেন। হারেমের সর্বোচ্চ নারীর আলাদা সম্মান ছিল, সাথে ছিল ক্ষমতাও। তার বসার জন্য আলাদা সিংহাসন ছিল, পাশাপাশি রাজকীয় ফরমানের চূড়ান্ত খসড়া তিনি পুনর্মূল্যায়ন করার অধিকারী ছিলেন। হারেমে সর্বোচ্চ নারী থেকে রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্য সকলের নিজস্ব ঘর থাকত।

কোনো পুরুষ যাতে হারেমে ঢুকতে না পারে, সেদিকে রাখা হত সতর্ক দৃষ্টি। এমনকি অজানা মহিলারাও হারেমে ঢোকার আগে ভালো করে পরীক্ষা করা হত। সাধারণত পুরুষ চিকিৎসকদের হারেমে ঢুকতে না দেওয়া হলেও কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে সম্রাটের অনুমোদন নিয়ে পুরুষ চিকিৎসকরা হারেমে প্রবেশ করতেন, চিকিৎসকের চোখ বেঁধে রোগিণীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হত, ঘরে আসার পর চোখ খুলে দেওয়া হত। একটি পর্দা দিয়ে আড়াল করা খাটে রোগিণী শুয়ে থাকতো। চিকিৎসার প্রয়োজনে পর্দার ভেতরে হাত ঢোকানো যেত। পর্দার ভেতরে হাত ঢোকানো হলে নারীরা অনেক সময় হাতে চুম্বন করতেন, আলতো কামড়ে দিতেন, বা কখনো হাত নিজের বুকে চেপে ধরতেন। আসলে পুরুষসঙ্গ বিবর্জিত জীবনে সামান্য সুযোগ পেলে তারা এভাবেই সদ্ব্যবহার করতেন।

মুঘল সম্রাট আকবর মুঘল রাজকন্যাদের বিবাহ না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ মুঘল সিংহাসনের অধিকার যাতে অন্য বংশের দখলে না চলে যায়। সুতরাং রাজকন্যাদের যেহেতু বিবাহ হত না, তাই গুপ্ত প্রণয়ের প্রবণতা তাদের মধ্যেই বেশি ছিল। জাহানারার একজন গুপ্ত প্রেমিক ছিল। শাহজাহান তাকে হারেমের মধ্যে ধরে ফেললেন এবং জাহানারার সামনেই গরম জলে সিদ্ধ করে হত্যা করেন। রৌশনারা দুজন পুরুষকে একবার হারেমে ঢুকিয়েছিল, আওরঙ্গজেব তাদের ধরে ফেলে এবং তাদের শাস্তি হয়েছিল। বাইরের পুরুষদের হারেমে ঢোকাতে না পারলে অনেক সময়ই খোজাদের সাঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা হত। এছাড়াও হারেমে অনেক সময় ছেলেরা ঢুকত এবং অবশ্যই হারেমের মেয়েদের সাহায্যে, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা খোজাদের সাথে তাদের একটা বোঝাপড়া থাকত। খোজারা অনেক সময় মেয়েদের গুপ্ত বা নিষিদ্ধ কাজে সাহায্য করত, যেমন মদ হারেমে নিষিদ্ধ থাকলেও তা অবাধে হারেমে ঢুকত। অবদমিত কাম পূরণ করতে অনেক সময় মেয়েরা সমকামিতারও আশ্রয় নিতেন। আসলে বিলাস বিভবের কোনো অভাব হারেমে না থাকলেও ভালোবাসার মতো জীবনের মৌলিক চাহিদার পরিপূরক তা কখনও হতে পারে না। তাই গুপ্ত প্রণয় থেকে সমকামিতা সবই চলত হারেমে।

একটি কথা লক্ষ্য করা প্রয়োজন মুঘল ইতিহাসে আমরা মাত্র হাতে গোনা দু-চার জন মুঘল নারীর নাম পেয়ে থাকি, কিন্তু সমকালীন চিত্রে বিশেষ করে আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ের বিভিন্ন চিত্রে আমরা বহু নারীকে দেখতে পাই। বিশেষ করে হোলির চিত্রে, আবার অনেক চিত্রে পাওয়া যায় রাজ অন্তঃপুরের দৃশ্য, জন্ম, বিবাহ ইত্যাদি কিন্তু চিত্র বা ছবির নিচে তসবীরখানার অভিজ্ঞ ওস্তাদ আর তার সুযোগ্য কোনো সহকারীর নাম দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ প্রবেশ নিষিদ্ধ হারেমে তাই চিত্রে পারদর্শী নারীর

উপস্থিতি অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য - ইসলামে প্রতিকৃতি আঁকা একেবারেই নিষিদ্ধ, আসলে ঈশ্বরের সৃজনী শক্তির অনুকরণ করে এই শিল্প তার যে বিরুদ্ধাচরণ করে ইসলাম অনুযায়ী তা পাপাচারের শামিল। মুঘলদের সময় অবশ্য এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না, আওরঙ্গজেবকে বাদ দিলে প্রায় সব মুঘল সম্রাটই চিত্রকলার অনুরাগী ছিলেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের যেখানে আঁকার ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আছে সেখানে নারীর অবস্থা ছিল আরও নিয়ন্ত্রিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আধুনিক গবেষণায় জাহাঙ্গীরের আমলে চার জন মহিলা শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন তারা তসবীরখানার চিত্রশিল্পীদের মতো পেশাদার শিল্পী ছিলেন না। এই চারজন শিল্পীর নাম হল যথাক্রমে — নাদিরা বানু, রাকেয়া বানু, সাহিফা বানু ও নিনি। নাদিরা বানুর স্বাক্ষর করা দু’টি ছবি পাওয়া গিয়েছে, স্বাক্ষর করা আছে ‘মীর তকীর কন্যা, রেজার শিষ্যা, পাদশাহ সেলিমের বান্দা’ নাদিরা বানুর কাজ। ছবির বৈশিষ্ট্য হল একরঙা ছাপছবিকে রঙিন ছবিতে রূপান্তরিত করার সময় আসল ছবির আঙ্গিক, পশ্চাৎভূমি, স্থাপত্য ইত্যাদির বিশেষ কোনোও পরিবর্তন করা হয়নি। রাকেয়া বানুর স্বাক্ষর করা একটি ছবির সন্ধান পাওয়া যায়। এই দুজন শিল্পীর ছবিই ‘মোরাক্কা-এ-গোলশান’-এ পাওয়া যায় যা বর্তমানে পারস্যের রাজধানী তেহরানের রাজকীয় সংগ্রহালয় ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। (অশোক কুমার দাস – মুঘল দরবারে মহিলা-শিল্পী, প্রবন্ধ)। সাহিফা বানুর স্বাক্ষর করা ছবিও তেহরানের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তার উপর বিখ্যাত পারসিক ছবির প্রতিলিপি তৈরির ভার পড়েছিল।

Conclusion

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মুঘল যুগে নারীর অবস্থা খুব ভালো ছিল না। হামিদা বেগম, জাহানারা, নূরজাহান প্রমুখ হাতে গোনা নাম বাদদিলে হারেমের হাজার হাজার নারীর ইতিহাস প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। আসলে নারী সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা একটি গবেষণাত্মক বিষয়। পরিশেষে এটুকু বলা যায়, ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে।

References

শ্রীপান্থ, (২০১৭), হারেম, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মল্লিক, কুমার সমর, মল্লিক, স্বস্তিক, (২০১১ - ২০১৩) — মুঘল আমল, আকবর থেকে আওরঙ্গজেব (১৫৫৬ - ১৭০৭), ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

দাশগুপ্ত, অংশুপতি, (২০১০), অতীতের উজ্জ্বল ভারত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

রায়, অনিরুদ্ধ, (২০০৯), মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা।

দাস, কুমার অশোক, মুঘল দরবারে মহিলা শিল্পী (প্রবন্ধ), (মূল গ্রন্থ — দাস কৃষ্ণলাল — শিল্প ও শিল্পী)।

TGJCT
EST. 2025